জেলার ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে গেলে জেলার প্রাক্তন জেলাশাসক শ্রী অশোক মিত্রের অবদান আলাদা করে উল্লেখের দাবী রাখে। শ্রী মিত্র জেলায় তেভাগা আইন চালু করার উদ্দেশ্যে নবগ্রাম ও সাগরদীঘি থানার প্রত্যন্ত গ্রামগুলি পরিদর্শনকালে সেখানকার হতদরিদ্র চাষীদের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হ'ন এবং ভূস্বামীদের প্রজাশোষণের নানা ঘটনা শুনে তার প্রতিকার করার লক্ষ্যে থানা দুটির প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে শিবির স্থাপন করে ঋণ সালিশীর কাজ শুরু করেন।

ঋণসালিশির কাজের জন্য শ্রী মিত্র ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিছু প্রাক্তন ঋণ সালিশি অফিসারদের শিবিরে এনে রাখেন। তাঁদের কাজ ছিল আবেদনপত্র গ্রহণ করে, নথিপত্র দেখে, সাক্ষীদের দেওয়া সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করে সেখানেই রায় দেওয়া এবং পুলিশ দিয়ে সেই রায় কার্যকর করা। শিবির সংঘটিত হয়েছিল ফসল কাটার মরসুমে। অফিসারদের কাজ ছিল কাটা ফসল ভাগ করে, অর্ধেক ভাগ চাষীকে দিয়ে জমিদার বা ভূস্বামীর কাছ থেকে তার রসিদ নিয়ে সেই রসিদের ভিত্তিতে জমির সেট্‌লমেন্ট খতিয়ান ভাগচাষীদের নামে রেকর্ড করা। শ্রী মিত্রের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এই কাজে অভাবিত সাফল্য আসে।

শ্রী মিত্রের আরেকটি বড় সাফল্য ঐ সব এলাকার ঋণ সালিশি বোর্ডের বকেয়া কাজ শেষ করা। ভূস্বামীদের শোষণ চিত্র কতটা অমানবিক ছিল তার বিবরণ পাওয়া যায় শ্রী মিত্রের আত্মজীবনী 'তিন কুড়ি দশ'-এ। ১৯২২ সালে জমি বন্ধক রেখে নেওয়া দু'টাকা ধার ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে সুদ আসলে চার হাজার টাকা দাঁড়ায়। ঋণগ্রহীতারা এভাবেই পরিণত হ'ত ভূমিদাসে। একবার কোন কাজে ঋণ নিলে সেই ঋণ শোধ দেবার ক্ষমতা হ'ত না দরিদ্র প্রজার। বংশানুক্রমিকভাবে সে স্ত্রীপুত্র সহ ঋণ শোধের জন্য নিজের জমিতেই বেগার খেটে যেত। লাভের ফসল ঘরে তুলতেন ঋণদাতা ভূস্বামী বা মহাজন।

বঙ্গীয় কৃষিঋণ আইনের বিধান অনুযায়ী ঋণ সালিশি বোর্ডের উপর নির্দেশ ছিল যে, সমস্ত ঋণের সুদ হিসাব হবে সরল সুদের হারে। যা এতদিন চক্রবৃদ্ধি হারে হয়ে আসছিল তা সরল সুদে পরিণত হওয়ায় সরকারী কাজ সহজ হয়ে যায়। এর সঙ্গে বের করা হয় জমির উপস্বত্বের পরিমাণ। যে কবছর মহাজন বা ভূস্বামী জমি ভোগ করেছেন সেই কয় বছরে ফসলের মোট পরিমাণ, তার বাজার দর নির্ণয় করে মহাজন বা ভূস্বামীর উপস্বত্ব ভোগের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। এই পরিমাণটি হ'ল খাতকের শোধের পরিমাণ। এই অঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহীতার নেওয়া আসল ও তার সুদের যোগফল বাদ দিয়ে বের করা হ'ত জমিদার বেআইনীভাবে কত টাকা আদায় করেছেন তার পরিমাণ। জেলাশাসকের আদেশে জমিদার বা মহাজন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে এই অতিরিক্ত টাকা ফেরত দিতেন ঋণগ্রহীতাকে। উনিশ দিনের শিবিরে শ্রী মিত্রের উপস্থিতিতে এরকম একশ'টি মামলার নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। জেলার ভূমি সংস্কার কার্যে অশোক মিত্রের এই অবদান ভোলার নয়।